দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৭

# নাগেশ্বরীতে ভোরে ও রাতে চলে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা!

■ নাগেশ্বরী (কুড়িগ্রাম) সংবাদদাতা

নাগেশ্বরীতে কাক ডাকা ভোরে ও রাতে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জানা গেছে, সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির পরে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতিদিনই কাক ডাকা ভোরে অথবা রাতে শিক্ষক নিয়োগে সাজানো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নামমাত্র আনুষ্ঠানিকতার এ পরীক্ষা থেকে ডিজির মনোনিত প্রতিনিধি হিসেবে নাগেশ্বরী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কোহিনুর বেগম হাতিয়ে নিচ্ছেন মোটা অংকের টাকা।

গত ১৪ ডিসেম্বর সোমবার ভোর সাড়ে ৬ টায় পার্শ্ববর্তী ফুলবাড়ী উপজেলার ফুলমতি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক, ওইদিন সন্ধ্যায় ভূরুঙ্গামারী উপজেলার তিলাই উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক ও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষক (কাব্যতীর্থ) পদে শিক্ষক নিয়োগের সাজানো পরীক্ষা নেয়া হয়। ফুলমতি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক বলেন, নিয়োগ দেয়া হয়ে গেছে। এর আগে চলতি মাসে একইভাবে ভূরুঙ্গামারীর বঙ্গবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়, নাগেশ্বরীর পশ্চিম রামখানা উচ্চ বিদ্যালয়, ফুলবাড়ীর নজর মামুদ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শুধু আনুষ্ঠানিকতার এ পরীক্ষায় ডিজির মনোনিত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি, প্রধান শিক্ষক মনোনিত প্রার্থীর কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা গ্রহণ করছেন বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডিজির প্রতিনিধি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কোহিনুর বেগম বলেন, সুবিধামত সময়ে পরীক্ষা নেয়ার ক্ষমতা তার রয়েছে। তাই তিনি জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। নাগেশ্বরী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম বলেন, আমরা শুধু নিয়োগ বোর্ডের সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকি। তবে নিয়োগের এ বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালো জানেন ডিজির মনোনিত প্রতিনিধি। ফুলবাড়ী মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, বিধি মোতাবেক সব পরীক্ষা নেয়া হয়।